গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.nsda.gov.bd

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

নিবন্ধন গাইডলাইন-২০১৯

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন- ২০১৯

ভূমিকা ঃ

দেশের অভ্যন্তরে দক্ষ জনবলের চাহিদাপূরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর আলোকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন, বিদ্যমান পদ্ধতি সংস্কার ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর সক্ষমতা ও প্রদত্ত প্রশিক্ষণের গুণগত মান বজায় রাখা অপরিহার্য।

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো, প্রয়োগ উপযোগী কারিকুলাম, প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ উপকরণ, সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র, প্রশিক্ষিত ও সনদায়িত প্রশিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা। এইসব সুবিধা সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সক্ষমতাভিত্তিক অভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় পর্যায়ের সনদায়নের লক্ষ্যে আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রদানকারীকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত ও সক্ষম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত একটি পদ্ধতি অনুসরণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১৬(১) কার্যকর করার অভিপ্রায়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন বিধায় নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে এই গাইডলাইন জারী করা হল:

২.০ নিবন্ধন গাইডলাইন এর উদ্দেশ্য ঃ

১. দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়সাধন, কাঙ্খিত মান নিশ্চিতকরণ, উৎকর্ষ সাধন ও সুসংহতকরণ;
২. প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সহায়তা প্রদান;
৩. শিল্প সংগঠন ও নিয়োগকারীর চাহিদা অনুযায়ী মানবসম্পদ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা;
৪. কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের সুযোগ সৃষ্টি;
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে একযোগে কাজ করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.০সংজ্ঞা ঃ

বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকলে এই গাইডলাইন এ-

১. **"আইন"** অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন);
২. **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ;
৩. **"নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান"** অর্থ আইনের ধারা ১৬(১) এর অধীন নিবন্ধিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান;
৪. **''দক্ষতা" অর্থে** কোন একটি নিদিষ্ট কাজ করার জন্য অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল বা শিল্প ও বৃত্তির আদর্শমান অনুযায়ী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সক্ষমতা ও সামর্থও অন্তর্ভুক্ত হবে;
৫. **''বাছাই কমিটি''** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কর্মচারি সমন্বয়ে নিবন্ধন আবেদন প্রাথমিকভাবে বাছাই করার উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি;
৬. **''ফি''** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত ও আদায়যোগ্য অর্থ;
৭. **''পরিদর্শন টিম''** অর্থ নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত টিম;
৮. **''প্রশিক্ষণার্থী"** অর্থ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি;
৯. **"অ্যাসেসমেন্ট" অর্থ** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত অ্যাসেসর কর্তৃক দক্ষতামান যাচাই প্রক্রিয়া।

৪.০ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তথ্য ঃ

৪.১প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও ধরন ঃ

ক. **স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ**

শুধুমাত্র দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

খ. **সংযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ**

১. দেশের সাধারণ শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;

২. সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারাখানা, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।

৪.২প্রতিষ্ঠানের মালিকানার প্রকৃতি ঃ

ক. সরকারি ব্যবস্থাপনা ঃ

সরকারি ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

খ. বেসরকারি ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্যক্তি মালিকানাধীন, যৌথ মালিকানাধীন, কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত, এনজিও, সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক পরিচালিত, ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত, উৎপাদনশীল ও সেবা প্রদানকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং অন্য কোন উপায়ে পরিচালিতদক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

৪.৩প্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান ঃ

ক. **গ্রামঃ** ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান;

খ. **শহরঃ** জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

গ. **বিদেশঃ**বাংলাদেশের সীমানার বাইরে অন্য যে কোন দেশে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়নপ্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠান।

ঘ. **সরকারি ভবনঃ** সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত ভবনে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

ঙ. **বেসরকারি ভবনঃ**ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবন, ভাড়াকৃত ভবন, এনজিও মালিকানাধীন ভবন, সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিল্পের অভ্যন্তরে বা উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

৪.৪ সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারীঃ

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, বোর্ড ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা।

৪.৫প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুঃ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা শুরুর তারিখ।

৫.০ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো সুবিধাঃ

৫.১ আয়তনঃ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীর অনুপাত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষ (সাধারণ শিক্ষা), ওয়ার্কশপ, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরী, প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, অফিস কক্ষ, ছেলে-মেয়েদের পৃথক টয়লেট, প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট থাকতে হবে। নিবন্ধনকালে অন্তত একটি পেশায় প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম আয়তন ১০০ বর্গ মিটার হতে হবে। তবে পরবর্তী যে কোন পেশার প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তির জন্য কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণ করে তা প্রতিষ্ঠানের মূল আয়তনের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.২ বিদ্যুৎ সংযোগ ঃ

বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা না থাকলেবিকল্প হিসেবে সৌর বিদ্যুৎ অথবা জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.৩ যন্ত্রপাতি ঃ

যে পেশার দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে ঐ পেশার দক্ষতা অর্জনের জন্য ন্যূনতম কারিগরি উপকরণ/যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কারিগরি উপকরণ/ যন্ত্রপাতির তালিকা নিবন্ধন আবেদনের সাথে প্রদান করতে হবে।

৫.৪অগ্নি নির্বাপন সুবিধা ঃ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপণ সুবিধা থাকতে হবে। বিশেষ করে শহরে অবস্থিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অগ্নিনির্বাপন সুবিধা থাকতে হবে।

৫.৫ আসবাবপত্র ঃ

শ্রেণি কক্ষ ও ল্যাবে প্রতিটি পেশার জন্য ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র থাকতে হবে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রশিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকতে হবে। আসবাবপত্রের একটি তালিকা নিবন্ধন আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৬ শিক্ষা উপকরণ ঃ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ (কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি) সহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ থাকতে হবে। নিবন্ধন আবেদনের সাথে শিক্ষা উপকরণের তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৭ পাঠাগার ঃ

প্রতি পেশায় প্রশিক্ষণের জন্য ন্যুনতম ২০টি ম্যানুয়াল/পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকতে হবে।

৬.০ জনবল কাঠামো ঃ

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ন্যুনতম নিম্নরুপ জনবল কাঠামো থাকতে হবে।

৬.১ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	অধ্যক্ষ/পরিচালক	১ জন	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী/সমমান এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা অথবাস্বীকৃত পলিটেকনিক হতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা।	শিল্প কারখানায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন/ সিবিটি লেভেল-৪ এ সার্টিফাইড প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২.	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ জন প্রতি ট্রেড	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং/এইচএসসি (ভোকেশনাল) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সকল পরীক্ষায় ন্যুনতম ২য় বিভাগ।	ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন/শিল্প কারখানায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন/সিবিটি লেভেল-৪ এ সার্টিফাইড প্রার্থীদের

				অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৩.	অফিস এক্সিকিউটিভ	১ জন	স্নাতক (বাণিজ্য) অথবা সমমানের পরীক্ষায় ন্যুনতম ২য় বিভাগ/সমমানের জিপিএ।	
৪.	ল্যাব/শপ/কম্পিউটার এ্যাসিসটেন্ট	১ জন প্রতি ট্রেড	এনটিভিকিউএফ (NTVQF) লেভেল-২ অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রেড এ এসএসসি (ভোকেশনাল) পাশ।	
৫.	অফিস সহায়ক	১ জন	ন্যুনতম ৮ম শ্রেণী পাস	
৬.	মহিলা অফিস সহায়ক (কেবলমাত্র বালিকা প্রতিষ্ঠানের জন্য)	১ জন	ন্যুনতম ৮ম শ্রেণী পাস	

৬.২ সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	অধ্যক্ষ/পরিচালক/ সুপারিন্টেনডেন্ট	১ জন	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী/সমমান এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা অথবাস্বীকৃত পলিটেকনিক হতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা।	শিল্প কারখানায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন/ সিবিটি লেভেল-৪ এ সার্টিফাইড প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২.	ট্রেড ইন্সট্রাকটর	২ জন প্রতি ট্রেড	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং/এইচএসসি (ভোকেশনাল) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সকল পরীক্ষায় ন্যুনতম ২য় বিভাগ।	ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন/শিল্প কারখানায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন/সিবিটি লেভেল-৪ এ সার্টিফাইড প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৩.	ল্যাব/শপ/কম্পিউটার এ্যাসিসট্যান্ট	১ জন প্রতি ট্রেড	এনটিভিকিউএফ (NTVQF) লেভেল-২ অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এসএসসি (ভোকেশনাল) পাশ।	
৪.	অফিস সহায়ক	১ জন	ন্যুনতম ৮ম শ্রেণী পাস	
৫.	আয়া (কেবলমাত্র বালিকা প্রতিষ্ঠানের জন্য)	১ জন	ন্যুনতম ৮ম শ্রেণী পাস	

৬.৩ প্রতিষ্ঠানের তহবিল ঃ

৬.৩.১ সাধারণ তহবিল ঃ

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি আমানত হিসেবে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে হাল নাগাদ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৬.৩.২ সংরক্ষিত তহবিল ঃ

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নামে স্থায়ী আমানত হিসেবে ন্যূনতম ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জমা থাকতে হবে। আবেদনের সাথে প্রমানক হিসেবে বিবরণী জমা দিতে হবে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন করা যাবে না।

৭.০ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন আবেদন ঃ

৭.১প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের জন্য আবেদন পদ্ধতি ঃ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট (www.nsda.gov.bd) হতে নির্দিষ্ট ফরমেটে আবেদনপত্র (সংলাগ-ক) ও গাইডলাইন ডাউন লোড করে অফ-লাইনে/অন-লাইনে নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর নির্ধারিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

৭.১.১ প্রাথমিক বাছাই ঃ

এ গাইড লাইনের অনুচ্ছেদ ১৭.১ এ গঠিত বাছাই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই বাছাই করবে। প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যোগ্যতা যাচাইকালে গাইডলাইনের আলোকে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও প্রশিক্ষক ইত্যাদি বিবেচিত হবে। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুসারে আবেদন মূল্যায়ন করা হবে।

৭.১.২ পরিদর্শন ঃ

নির্বাহী চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে এ গাইড লাইনের অনুচ্ছেদ ১৭.২ এ গঠিত পরিদর্শন টীম প্রাথমিক বাছাইকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। পরিদর্শন টীম সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে, বর্ণিত গাইডলাইন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতামত, প্রতিষ্ঠান হতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথার্থতা নিরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৮.০ নিবন্ধন ঃ

এই গাইড লাইনের অনুচ্ছেদ ১৭.৩ এ বর্ণিত সুপারিশ কমিটি, পরিদর্শন টিম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং প্রদত্ত তথ্য যাচাই করে নিবন্ধন প্রদানের প্রস্তাব করবে।কমিটির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে নির্বাহী চেয়ারম্যান ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিবন্ধন প্রদান করবেন।

৮.১ **আসন সংখ্যাঃ** প্রতিটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে ২০-৩০ জন।

৮.২ **নিবন্ধন ফিঃ** ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য একবার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিবন্ধন ফি জমা দিতে হবে।

৮.৩ **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সংযোজনের আবেদন ঃ**

নিবন্ধনের পর নতুন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সংযোজন করার জন্য নুতনভাবে কোর্সের স্বীকৃতি নিতে হবে। কোর্স স্বীকৃতি (Accreditation) গাইড লাইনে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী অবকাঠামো সুবিধা বিদ্যমান থাকলে নতুনভাবে দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

৮.৪ **নিবন্ধন নবায়ন ঃ**

নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নির্দিষ্ট ফরমেটে অফ-লাইন/অন-লাইন এ আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল হালনাগাদ তথ্যাদি দাখিল করতে হবে।

৮.৫ **স্থান পরিবর্তন ঃ**

প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। নিবন্ধন আবেদনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিবর্তিত নতুন ঠিকানায় তথ্যাদি প্রদান করতে হবে। উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের অনুমতি দেবে।

৮.৬ **নিবন্ধন বাতিল ঃ**

ক. প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এই গাইডলাইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করলে বা নিবন্ধন সনদের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে;

খ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও জারীকৃত বিধান বা নীতি লঙ্ঘন করলে;

গ. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ঠিকানা পরিবর্তন করলে-

নির্বাহী চেয়ারম্যান শর্ত লংঘনকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাখ্যা তলব করবে ও শুনানীর সুযোগ দিবেন। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে বিষয়টি তদন্ত/নিরীক্ষাপূর্বক নির্বাহী চেয়ারম্যান নিবন্ধন বাতিল করার আদেশ প্রদান করবেন।

৯.০ প্রতিষ্ঠানের নাম/মালিকানা পরিবর্তন ঃ

ক. নাম পরিবর্তন ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করতে চাইলে নিবন্ধন আবেদনের ন্যায় একই পদ্ধতিতে আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত সকল তথ্যে অনুরূপ পরিবর্তনের পর নাম পরিবর্তনের আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয় দাখিলকৃত তথ্য যাচাই বাছাই করে নাম পরিবর্তনের বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

খ. মালিকানা পরিবর্তন ঃ

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পরিবর্তন করতে চাইলে উপযুক্ত কারণসহ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যসহ নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর নির্বাহী চেয়ারম্যান এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

১০.০ দক্ষতামান/কারিকুলাম ঃ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত দক্ষতামান/কারিকুলাম অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সময়ে সময়ে দক্ষতামান/কারিকুলাম পরিবর্তন হলে পরিবর্তিত দক্ষতামান/কারিকুলাম পরিপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

১১.০ অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন ঃ

নিবন্ধিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত মান অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি অ্যাসেসমেন্ট এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন করা হবে। সনদায়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষেরসিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

১২.০ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ঃ

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষকগণকেও সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা সকল নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করতে হবে।

১৩.০ সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ঃ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত সকল নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

১৪.০ ব্যাখ্যা প্রদান ঃ

এ গাইডলাইনের কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের এখতিয়ার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

১৫.০ সংরক্ষণ ঃ

বর্ণিত গাইডলাইনের যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংযোজন অথবা শর্ত শিথিল বা আরোপ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

১৬.০ আপিল ঃ

নিবন্ধন সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিকট আপিল করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষ আপিল নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭.০ অঙ্গীকারনামা প্রদান ঃ

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ৩০০ (তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্টাম্পেনিবন্ধন গাইডলাইনে উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ/সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিধানাবলী পালন করা হবে মর্মে নিম্নরূপ অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার করা যাচ্ছে যে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে নিবন্ধন আবেদন পত্রে ও সংযোজনীতে প্রদত্ত তথ্যাবলি সত্য। নিবন্ধন গাইডলাইনে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত যে কোন নির্দেশনা, আদেশ ও বিধানাবলী প্রতিপালন করা হবে। আবেদনে বর্ণিত তথ্যাবলী অসত্য প্রমানিত হলে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার/আমাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না।

১৮.০ বিভিন্ন কমিটি সমূহ ঃ

১৮.১ বাছাই কমিটি ঃ

১	পরিচালক (পেশাগত দক্ষতা মান)	আহবায়ক
২	উপ-পরিচালক (নিবন্ধন ও স্বীকৃতি)	সদস্য
৩	সহকারী পরিচালক (প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন)	সদস্য-সচিব

১৮.২ পরিদর্শন টিমঃ

১	এনএসডিএ এর উপপরিচালক	১ জন
২	এনএসডিএ এর সহকারী পরিচালক	১ জন
৩	সংশ্লিষ্ট আইএসসি এর প্রতিনিধি	১ জন

১৮.৩ নিবন্ধন সুপারিশ কমিটিঃ

১	পরিচালক (পেশাগত দক্ষতা মান)	আহবায়ক
২	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	সদস্য
৩	সহকারী পরিচালক (প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন)	সদস্য সচিব

নির্বাহী চেয়ারম্যান
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ